

পশ্চিমবঙ্গ সরকার বিশ্বব্যাংকের বিপুল অর্থ নিয়েছে

আজ যারা মধ্যবয়স্ক মানুষ, ১৯৬৮ সালে যারা ছাত্র বা যুবা ছিলেন, তাঁদের এখনও স্মরণে আছে কলকাতার পথে হাজার হাজার মানুষের প্রতিবাদী একটি দিনের কথা। সেই দিনটি ছিল তবানীকৃত বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান ম্যাকনামারার কলকাতায় আসার দিন। হ্যাঁ, সারা পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে আগরাজ উঠেছিল 'গো ব্যাংক ম্যাকনামারা'। বিকোভের চাপে বিশ্বব্যাংকের চেয়ারম্যান এয়ারপোর্টে থেকেই ফেরৎ গিয়েছিলেন। সময় আমাদের বয়স বাড়িয়েছে, পাণ্টে দিয়েছে অনেক কিছুই। সৈনিকের

আন্দোলনে গুলি চলেছে ছাত্র-যুবকের ওপর, বাস পড়েছে, ট্রাম পড়েছে। সৈনিকের আন্দোলনের সেই নেতৃত্বের অনেকেই সাতাত্তর পরবর্তী সময়ে মন্ত্রী হয়েছেন।

বিশ্বব্যাংক আসলে কি? অন্য ব্যাংকের থেকে আলাদা কিসে? বিশ্বব্যাংকের ঋণ নেওয়ার আমাদের আপত্তি কোথায়? এসব অনেক কিছু না জেনেই হয়ত অনেকেই সেই দিনগুলিতে মিছিলে হেঁটেছেন। স্লেগান দিয়েছেন 'বিশ্বব্যাংক দূর হটো'। আজ আবার সেইদিনকার আন্দোলনের বামপন্থী নেতৃত্বের পরিচালিত সরকার বিশ্বব্যাংকের ঋণ নিচ্ছেন। দিন বদলেছে, ক্ষমতার থাকা লোকের নাম-চেহারা-রং বদলেছে। সৈনিকের 'ভিলেন' সাম্রাজ্যবাদীদের দালাল বিশ্বব্যাংক 'উন্নয়ন'-এর স্বার্থে বিনিয়োগ করতে আসছে এই পশ্চিমবঙ্গেও।

১৯৯০ সালে বিশ্বব্যাংকের বর্তমান চেয়ারম্যান লুইস টি প্রেস্টন মুখ্যমন্ত্রী জ্যোতি বসুর বাসভবনে মিটিং করলেন পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বব্যাংকের ঋণ নেওয়া প্রকল্পগুলি সম্পর্কে।

আই এম এফ এবং বিশ্বব্যাংকের জন্ম প্রায় একই সময়ে, ১৯৪৪ সালে। এমনটা অনেক সময় বলার চেষ্টা

হয় আই এম এফ ও বিশ্বব্যাংক আলাদা। অবশ্যই আলাদা দুটি প্রতিষ্ঠান। কিন্তু বেশ কিছু কারণে ক্রমবর্ধমান ভাবে একই। (ক) আই এম এফ-এর সদস্যপদ ও বিশ্বব্যাংকের সদস্যপদ একই। (খ) সংস্থা দুটির বায়িক সাধারণ সভা যৌথ ভাবেই হয় (গ) এই দুটি সংস্থার একাধিকভূক্ত সদস্যদের অনেকেই একে অপরের সাথে যুক্ত। (ঘ) এই দুটি সংস্থার দৃষ্টিভঙ্গি উন্নয়নের প্রতি এবং ঋণ দানের ক্ষেত্রে একই রকম।

হিন্দু দেবতারের মত বিশ্বব্যাংকের কাজ চলে চার হাতে। প্রথম হাতটির নাম—ইন্টারন্যাশনাল ব্যাংক ফর রিকনস্ট্রাকশন এ্যান্ড ডেভলপমেন্ট (আই বি আর ডি) ১৯৪৪ সালে গঠিত হয়, সদস্য সংখ্যা ১৭৬। ভারতে বিশ্বব্যাংকের ঋণের ৫১ শতাংশ দেওয়া হয়েছে আই বি আর ডি-র মাধ্যমে ঋণ হিসেবে। 'উন্নয়ন' প্রকল্পগুলির মধ্যে রয়েছে 'নাথপা বাকরি প্রকল্প', ন্যাশনাল ডেরারি প্রজেক্ট এবং আপার কুকা সেচ প্রকল্প (২) ইত্যাদি।

দ্বিতীয় হাতটি হল—ইন্টারন্যাশনাল ডেভলপমেন্ট এ্যাসোসিয়েশন (আই ডি এ)। গঠিত হয় ১৯৬০ সালে, সদস্য সংখ্যা ১৫০। মূলতঃ কার্টামোগত (স্ট্রাকচারাল) পুনর্বিন্যাস কর্মসূচীতে সুবর্ণ রেখা জলাধারের মত ক্ষেত্রে ভারতকে এই সংস্থাটি ঋণ দিচ্ছে।

তৃতীয় হাতটির নাম—ইন্টারন্যাশনাল ফিন্যান্স কর্পোরেশন (আই এফ সি)। গঠিত হয় ১৯৫৬ সালে, সদস্য সংখ্যা ১৫০। ভারতে কাজ শুরু করে ১৯৫৯ সাল থেকে। এ পর্যন্ত ভারতে ৫৭টি কোম্পানিতে এই সংস্থা ১০ কোটি ডলার বিনিয়োগ করেছে। যার মধ্যে আছে জাহাজ, (চার-এর পাতায় দেখুন)

আপবাদের জবো...

শ্রমিকদের সাহায্যকারী সংস্থা হিসেবে নাগরিকমণ্ডলের পক্ষ থেকে প্রায়শই দিগ্ভীতে যেতে হয়। অনেক কাজের মধ্যে একটা কাজ থাকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শ্রম, শিল্প ও পরিবেশ সংক্রান্ত নানান বই, প্রকাশিত-অপ্রকাশিত সাকুলার, বিজ্ঞাপ্ত, আইন সংশোধনী বিল বা এ্যাক্টের গেজেট সংগ্রহ করা। গত মে এবং জুন মাসে গ্র্যাচুইটি এ্যাক্টে এবং পাবলিক প্রভিডেন্ড ফান্ড স্কীমে কিছু আইন সংশোধন হয়েছে। সরকারের নানান মন্ত্রকের দ্বারা এই সংশোধনীগুলি গেজেটে প্রকাশিত হয়। শ্রমিকদের সংস্থা বা ইচ্ছুক ব্যক্তিরা সংগ্রহ করতে পারবেন (যদি ঠিক জায়গা জানা থাকে) এমন একটা তালিকা আছে, ভানিতাও আছে। কিন্তু চাইলেই পাওয়া যাবে না। যদিবা পাওয়া যায় একটি ছোট লিফলেট সাইজের পৃষ্ঠার গেজেটের দাম ১৪ টাকা। ওরান-ফোর্থ ডিমায়ে সাইজের ৮ পৃষ্ঠার গেজেটের দাম ১০ টাকা। সমান সাইজের ১ পৃষ্ঠার অন্য একটি গেজেটের দাম ৪৬ টাকা। ছাপা হয় সাধারণ নিউজপ্রেস্টে। এই তথ্যটি এই জন্যই জানাবার প্রয়োজন আছে, যে শ্রমিকদের 'হিতাথে' বা 'আইনি অধিকার কেড়ে নিতে' এই যে আইন সংশোধন, তা জানতে না দেওয়ার চেষ্টা কতোটা। এ দেশে শ্রমজীবী সাধারণ মানুষকে তথ্য জানতে দেওয়ার সাংবিধানিক অধিকার দেওয়া আছে, সাথে সাথে নানান কানুন আছে যাতে তা অর্থ ও সামর্থ্য ধরা ছোঁয়ার বাইরে থেকে যায়।

শুরু করেছিলাম ঘটনার কথা জানিয়ে। শেষ করছি 'মণ্ড সংবাদ' এর পৃষ্ঠা সংখ্যা বাড়িয়ে। পত্রিকার কিছু গঠন গত পরিবর্তন করা হল, আরও বেশী বেশী করে 'তথ্যের একাধিপত্য'কে ভেঙ্গে শ্রমজীবী মানুষের স্বার্থে আরও বেশী তথ্য পরিবেশন করার উদ্দেশ্য ও প্রচেষ্টা নিয়ে। আপনাদের ওপরই নির্ভর করছে এই নতুন কালের বাঁচবে কিংবা মরবে বা আরও ঘন ঘন নিত্য নতুন তথ্য নিয়ে হাজির হবে। কিভাবে সাহায্য করতে পারেন আপনিই ঠিক করুন।

বি আই এফ আরে ইস্কা শ্রমিকরা প্রতারণিত

ইস্কাকে বি আই এফ আরের কাছে পাঠানো হল। ১০ জুলাই ইস্পাতমন্ত্রকের পরামর্শদাতা কমিটিকে একথা জানিয়ে দিলেন ইস্পাতমন্ত্রী সন্তোষমোহন দেব। এখন প্রশ্ন আসছে, পুনর্গঠনের কোন প্যাকেজ বি আই এফ আর অনুমোদন করবে।

সংসদীয় পরামর্শদাতা উপসমিতি তাদের রিপোর্টে বলেছিল, বেসরকারি হাতে না দিয়ে সেইল ইস্কার আধুনিকীকরণ করতে রাজী কিনা জানতে চাওয়া হোক। বলেছিল, শ্রমিক-কর্মচারিরা যে ৫০ শতাংশ মালিকানা নিয়ে আধুনিকীকরণের প্রস্তাব দিয়েছে, তা আবার খতিয়ে দেখা হোক। অন্য কোনো রকম প্রস্তাব থাকলে তাও খতিয়ে দেখার পরামর্শ দিয়েছিল সংসদীয় উপসমিতি। উল্লেখ্য, একটি কেন্দ্রীয় স্নাত্তরস্ব সংস্থা হিন্দুস্থান স্টীল কনস্ট্রাকশন লিমিটেড গত জুন মাসে ইস্পাত মন্ত্রককে সেইলের অধীনে রেখেই ইস্কা আধুনিকীকরণের জন্য ২,১০০ কোটি টাকার প্রস্তাব দেয়। এছাড়াও শ্রমিক-কর্মচারিরা সেইলের সঙ্গে যৌথ মালিকানায় আধুনিকীকরণের প্রস্তাব দিয়েছিল।

এইচ.এস.সি. এলের প্রস্তাবে ছিল :

* ৫ বছরের মধ্যে ২,১০০ কোটি টাকা ব্যয়ে ১৪৫০ লক্ষ টন হট মেটাল উৎপাদন করতে পারবে।

* স্টীল উৎপাদন ব্যবস্থাকে আধুনিকীকরণ করবে এবং প্রয়োজনীয় প্ল্যান্ট পরিবর্তন বা সংশোধন করবে।

সেভ ইস্কা কমিটি-র প্রস্তাবে ছিল :

□ পুরনো কোম্পানীকে ভুলে দিয়ে নতুন কোম্পানী (ইস্কা) গঠন। □ পুরনো লোকসানের বোঝা সেইলের আর্থিক অবস্থার ওপর কোনো চাপ না রেখে স্বাভাবিকভাবে লিকুইডেট হবে। □ বর্তমান স্থাবর সম্পত্তির পূর্ণমূল্যায়নে পুঞ্জীভূত লোকসানের তুলনায় (এরপর ছয় পাতায়)

অন্যান্য রাজ্য এগোচ্ছে পাট চাষ ও শিল্পে

উদাসীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার

ঐতানীংকালে পশ্চিমবঙ্গের চর্টশিল্পে উদ্ভূত 'সংকট' ও তার ফলে নতুন ধরনের শ্রমিক আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে এই শিল্প সম্পর্কে নানা মহলে আলোচনা বিরোধ-বিতর্কের সূত্রপাত হয়েছে। এক পক্ষের মতে চর্টশিল্প হল 'স্বাভাবিক শিল্প', যার কোনও ভবিষ্যৎ নেই। অপর পক্ষের মতে, বর্তমানে টেক্সটাইলে সম্পূর্ণ নতুন ধরনের চাহিদার ফলে চর্টশিল্পের সম্ভাবনা অত্যন্ত উজ্জ্বল। এবং এই শিল্পের বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হল উৎপন্ন দ্রব্যের যথাসম্ভব বৈচিত্র্যকরণ। এ ব্যাপারে যথেষ্ট পরীক্ষামূলক তথ্যের অভাবে সমস্ত বিতর্কই হয়ে দাঁড়ায় মূলতঃ তত্ত্বগত। এছাড়াও, এখাবৎকাল চর্টশিল্পের পীঠস্থান বলতে আমরা জেনে এসেছি শ্রুতই বাংলাকে, আর তাই আমাদের এক-কালের গর্বের বস্তু 'চর্টশিল্প' নিয়ে আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকে শ্রুতমাত্র পশ্চিমবঙ্গের সমস্যায়। তার বাইরে, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের দিকে না তাকানোর ফলে আমরা অনেক কিছুই জানতে পারছি না। আর তাই সমস্যার সমাধানে সঠিক পদক্ষেপ নেওয়াও সম্ভব হচ্ছে না।

সম্প্রতি এ ব্যাপারে যেসব চাকলাকার তথ্য 'নাগরিক মণ্ডল'র হাতে এসেছে তা সংক্ষেপে এইরকম : ১৯৯০ সালের অক্টোবর মাসে আন্তর্জাতিক সংস্থা ফুড এ্যান্ড এগ্রি-কালচারাল অর্গানাইজেশন (এফএও)-এর উদ্যোগে রোমে আয়োজিত এক সম্মেলনে চর্টশিল্পে উৎপন্ন দ্রব্যের বৈচিত্র্য-করণের সম্ভাবনা নিয়ে আলোচনা হয়। এরপর ১৯৯০ সালের ২৫-২৯ নভেম্বর সুইজারল্যান্ডের রাজধানী হেগ শহরে 'চট ও পরিবেশ' সংক্রান্ত এক আন্তর্জাতিক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। এই কনভেনশনে এক টাস্ক-ফোর্স গঠিত হয় যার কাজ হল চটদ্রব্যের বৈচিত্র্যকরণের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখা। জাতিসংঘের উন্নয়ন প্রকল্পের (ইউ এন ডি পি) সহযোগিতায় ভারতই এই কাজের কেন্দ্র হিসাবে দায়িত্ব পায়। '৯০ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর মাস নাগাদ

একটি মিশন (ইন্ডালুয়েশন মিশন) ভারতে আসে। তাদের মূল্যায়নের ক্ষেত্র হিসাবে বেছে নেওয়া হয় তিনটি ক্ষেত্রকে—(১) জুট-টেক্সটাইল, (২) জুট-নন-টেক্সটাইল, (৩) বাজারের অবস্থা।

উপরোক্ত মিশন ভারতের বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে তাদের সমীক্ষা চালায়। এই সমীক্ষার ফল অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এর সূত্র ধরে ১৯৯৪-র জানুয়ারী মাসেই ইউ এন ডি পি-র সহায়তায় এক সর্বভারতীয় কার্যক্রমের সূচনা হয়, যার নাম 'ন্যাশনাল জুট ডেভেলপমেন্ট প্রোগ্রাম' (এন জে ডি পি)।

এই কার্যক্রমের অঙ্গ হিসাবে ইউ এন ডি পি-র প্রোজেক্ট ম্যানেজার প্রথমই পশ্চিমবঙ্গে আসেন এন জে ডি পি-র কর্মসূচী রূপায়ণের পরিকল্পনা নিয়ে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের নীতিনির্ধারক কর্তৃপক্ষদের রূহস্যজনক ঔদাসীন্য এই কার্যসূচীকে কোনোরকম গুরুত্বই দিল না। বিস্মিত হতে হয়, সমস্যার সমাধানের দিকে সঠিক পদক্ষেপ গ্রহণের ব্যাপারে এই পরীক্ষামূলক কার্যসূচীর বিপুল সম্ভাবনাকে উপলব্ধি করেই সম্পূর্ণ অন্ধমূলক এরা জোর 'শিল্প ও শ্রমিক দরদী' সরকার। এই একটি ব্যাপারই অনেকের কাছে সরকারের শিল্প ও শ্রম-সমস্যা সমাধানে এবং শিল্পায়নে আগ্রহ ও আন্তরিকতাকে সন্দেহ করবার পক্ষে যথেষ্ট। সব ব্যাপারে 'এগিয়ে' থাকা আমাদের গর্বের পশ্চিমবঙ্গে এই কার্যসূচী পাল্লা না পেলেও তথাকথিত পিছিয়ে থাকা সব রাজ্যগুলোতে এই কার্যসূচী মাত্র কয়েকমাসে (শুরু হয়েছে জানুয়ারী ১৯৯৪তে) কি বিপুলভাবে সফল হয়েছে এবার সেই তথ্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক।

অন্য রাজ্য সাক্ষ্য

এন জে ডি পি-র এই কার্যসূচী রূপায়ণে অংশগ্রহণকারী রাজ্যগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্যভাবে এগিয়ে (এরপর সাত পাতায়)

বিশ্বব্যাঙ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ

(প্রথম পাতার পর)

ইম্পাত, রাসায়ণ, সার, গৃহ নির্মাণ এবং শিল্প সরঞ্জাম ইত্যাদি শিল্প। টাটার 'টিস্কা' এবং চ্যান্ডিল আয়রণ প্রকল্প (বিহারের), ক্যালকাটা ইলেকট্রিক সাল্লাই কংপোরেশন—এরাও আই এফ সির থেকে ঋণ পেয়েছে।

চতুর্থ হাতটি হল মাল্টিলেটোরাল ইনভেস্টমেন্ট গ্যারান্টি এজেন্সি (এম আই জি এ)। গঠিত হয় ১৯৮৮ সালে, সদস্য সংখ্যা ১০১। ভারতে কাজ শুরু করে ১৯৯০ সাল থেকে। ভারত এই সংস্থার সদস্য।

ভারতে বিশ্বব্যাঙ্কের ঋণ (মিলিয়ন ডলার)

'৪৯-৫৯	'৬০-৬৯	'৭০-৭৯	'৮০-৮৯	'৯০-৯৩
৬১১	১,৮১৭	৭,৭৪৪	২০,৭৮৭	৮,০৩৭

সূত্র: বিশ্বব্যাঙ্ক

* লক্ষ্যণীয়, '৮০ থেকে '৮৯ এই ৯ বছরে ১৬ হাজার মিলিয়ন ডলার বিশ্বব্যাঙ্ক ঋণ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১৯৪৯ থেকে '৯৪ পর্যন্ত ভারতের বিভিন্ন প্রকল্পে বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে কত টাকা, কোন সরকার, কত তারিখে, কোন প্রকল্পে নিয়েছেন তা ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ করা হবে আগামী সংখ্যার 'মণ্ড সংবাদগুলিতে'। এমনকি যে সমস্ত কোম্পানি সরাসরি আই এফ সির টাকা নিয়েছেন তাদের নাম এবং কোন সময়ে কত টাকা তা আমরা পেয়েছি। আধা সরকারী সংস্থাগুলির কোন কোন সংস্থা কোন প্রকল্পে কত টাকা নিয়েছেন তাদের নাম এবং অর্থের পরিমাণও বিশ্বব্যাঙ্কের রিপোর্ট থেকে ছাপতে থাকবে।

বিশ্বব্যাঙ্কের 'হাত'গুলির থেকে অর্থপ্রাপ্ত বিভিন্ন সরকারী / আধা সরকারী / বে-সরকারী সংস্থা / কোম্পানী সংস্থার মধ্যে কেন্দ্রীয় সরকারী সংস্থা ক্যালকাটা পোর্ট ট্রাস্ট, ফরাক্সা থার্মাল পাওয়ার, ইন্সকা ইত্যাদি আছে। এছাড়া কাঠামো বিন্যাস প্রকল্প যথা—ন্যাশনাল হাইওয়ে, টোল কমিউনিকেশন রেলওয়ে, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নাবার্ড, কুর্ট নিরামিষ, জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণ ইত্যাদি কর্মসূচী ইত্যাদি

এই ধরনের বিভিন্ন খাতে পশ্চিমবঙ্গেও বিনিয়োগ হয়েছে (যার তালিকা আমরা পরবর্তী সংখ্যায় প্রকাশ করব)।

সাতাত্তর পূর্ববর্তী কংগ্রেসী সরকার ও পরবর্তী বামফ্রন্ট আমলে বিশ্বব্যাঙ্ক থেকে রাজ্যের বিভিন্ন প্রকল্পে ঋণদানকারী সংস্থা আই ডি এ (ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন)-র থেকে যে অর্থ নেওয়া হয়েছে বা নেওয়ার প্রস্তাব আছে সেসবকম করেকটির বিবরণ এই রকম:

১. ক্যালকাটা আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রোজেক্ট (সি ইউ ডি পি) / ১৪-৮-৭০ / ৩ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার।
২. সি ইউ ডি পি (২) / ১০-১২-৭৭ / ৮ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার।
৩. ক্যালকাটা আরবান ট্রান্সপোর্ট প্রোজেক্ট / ৩-৬-৮০ / ৫ কোটি ৬০ লক্ষ ডলার।
৪. সি ইউ ডি পি (৩) / ১৯-৫-৮০ / ১৪ কোটি ৭০ লক্ষ ডলার।
৫. পশ্চিমবঙ্গ ক্ষুদ্র সেচ / ১৬-৭-৮৫ / ১ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার।
৬. পশ্চিমবঙ্গ কৃষি উন্নয়ন প্রকল্প / ২২-৪-৭৫ / ৩ কোটি ৪০ লক্ষ ডলার।
৭. পশ্চিমবঙ্গ কৃষি গবেষণা / ২২-৩-৭৭ / ১ কোটি ২০ লক্ষ ডলার।
৮. পশ্চিমবঙ্গ সামাজিক বন সৃজন / ৬-১০-৮১ / ২ কোটি ৯০ লক্ষ ডলার।
৯. পশ্চিমবঙ্গ বনসৃজন / ১৮-৩-৯২ /

জুলাই মাসের শেষে কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থমন্ত্রকের সচিব জানিয়েছেন বিশ্বব্যাঙ্ক এবং অন্যান্য একই ধরনের আর্থিক এজেন্সিগুলি পশ্চিমবঙ্গে অর্থ সাহায্য দিতে অধিক উৎসাহ বোধ করছে। তারা পশ্চিমবঙ্গে বিশ্বব্যাঙ্ক সাহায্যকৃত প্রকল্পগুলির ভূমিকা সম্ভাবজনক মনে করে। বিশ্বব্যাঙ্ক বিশেষ করে যে সমস্ত ক্ষেত্রে তাদের অর্থ ও (এরপর হয় পাতায়)

● ক্যাশনাল ট্যানারি

ক্যাশনাল ট্যানারি প্রসঙ্গে সরকারের বিরুদ্ধে অফিসিয়াল লিকুইডেটরের দায়ের করা মামলাটি ৮ আগস্ট হাইকোর্টের বিচারপতি বাবুলাল জৈনের ঘরে ওঠার পর রাজ্য সরকারের তরফে শুনানী মূলত্ববির আবেদন জানানো হয়, রাজ্যের অ্যাডভোকেট জেনারেল নরনারায়ণ গুপ্ত এই কেসে থাকতে চান বলে। সেই অনুযায়ী আগামী ১৬ আগস্ট দিন ঠিক হয়। কারখানাটি কেনার সময়ে শ্রমিকদের বকেয়া (৩ কোটি ৫০ লক্ষ টাকা) মিটিয়ে দেবার আদেশ ছিল হাইকোর্টের তরফে। কিন্তু এখন রাজ্য সরকার নতুন করে আপীল করেছে যে (১) তারা শ্রমিকদের বকেয়া কিছুই দিতে পারবে না এবং (২) সরকার নিজে না চালিয়ে কোনো প্রোমোটরকে দিয়ে কারখানাটি চালু করতে চায়। শ্রী নরনারায়ণ গুপ্ত এই স্বপক্ষে দাঁড়াতে চান।

উল্লেখ্য, ১৯৯১ তে রাজ্য সরকার ৫০ লাখ টাকায় এই কারখানা কেনে ও '৯২তে অধিগ্রহণ করে। এপর্যন্ত কিস্তিতে মাত্র ১৫ লাখ টাকা জমা দিয়েছে। কিন্তু খেলাফের কারণে লিকুইডেটর এই মামলা দায়ের করেছে।

● ব্যালাংশীট ওয়ার্কশপ

গত ২ জুলাই জজ'ডবনে নাগরিক মন্ডের উদ্যোগে সকাল এগারটা থেকে সন্ধ্যা ছটা পর্যন্ত এক ওয়ার্কশপের আয়োজন করা হয়েছিল। এতে উপস্থিত ছিলেন ৫০ জন শ্রমিক ও শ্রমিকদের বন্ধু হিসেবে কাজ করেন এরকম সংঠনের সদস্য। আলোচনা শুরু করেন শ্রী সিন্ধাথ সেন। তিনি বিভিন্ন চার্ট ও ছবির সাহায্য নিয়ে খুব সহজভাবে বুঝিয়ে দেন—কোনো শিল্পের ব্যালান্স শীট কীভাবে তৈরি হয়, কীভাবে তাতে ফাঁকি দেওয়া যায়, সংস্থার লাভ-লোকসান কতো সহজেই কিম্বো বাড়িয়ে দেখানো যায়, কোন বিষয়গুলো খেয়াল করলে ব্যালান্স শীট থেকে মালিকের কারচুপি সহজেই ধরা পড়বে—এইসব আপাত কঠিন বিষয়। পরের দিকে উপস্থিত সদস্যরাও বিভিন্ন প্রশ্ন-উত্তরের মাধ্যমে এতে অংশগ্রহণ করেন।

অ্যাপিলেট অর্থারটির গত ১০ জুন '৯৪ এর নির্দেশ অনুযায়ী, আর বি চন্ডক গ্র্যান্ড সস-এর দেওয়া স্কীম কাব'করী করার সভাবনা নিয়ে ব্যাঙ্ক অফ বরোদা (বি ও বি) ১০ জুলাই একটা মিটিং করে, যেখানে অন্যান্য ব্যাঙ্ক (ইউকো এবং কানাডা), ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও নাগরিক মণ্ড ছাড়াও প্রমোটর শ্রী চন্ডক উপস্থিত ছিলেন। সেখানে বি ও বি-র পক্ষ থেকে জানানো হয় ১ জুলাই '৯৪-তে শ্রী চন্ডক তাকে একটা চিঠিতে জানিয়েছেন যে, পেনিসিলিন জি-প্র্যাক্টের সংস্কার ও মেরামতির জন্য ৩'২৫ কোটি টাকা এবং স্কীমের প্রতিশ্রুতিমতো প্রোমোটরের দেয় আরো ১'৭২ কোটি টাকা দিতে তিনি রাজী আছেন। শ্রী চন্ডক এই টাকাটা বন্ধু ও আত্মীয়দের কাছ থেকে বিনা সুদে পাবেন বলে জানিয়েছেন এবং বলেছেন যে ব্যাঙ্কগুলো যদি পূর্ব প্রতিশ্রুতিমতো টাকা দিতে এখনো সম্মত থাকে তবে তিনি সার্ভিসের মধ্যেই তাঁর টাকা জোগাড় করে দেবেন। কিন্তু কোনো ব্যাঙ্কই কোনো প্রতিশ্রুতি দিতে রাজী হয়নি। এখন ব্যাঙ্কগুলোর পক্ষ থেকে বি ও বি প্রস্তাব দেয় যে এ বিষয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সিদ্ধান্ত জানতে চাওয়া হোক।

শ্রমিকদের পক্ষ থেকে শ্রী চন্ডকের কাছে জানতে চাওয়া হয় স্কীম অনুযায়ী কারখানা চালু করার শুরুর্তে শ্রমিকদের বকেয়া দু'কোটি টাকা দেবার যে কথা বলা আছে, সেটার কী হবে? প্রমোটর জানান যে স্কীম অনুমোদন পেলে সেই অনুযায়ী পরক্ষেপ নেওয়া হবে। ব্যাঙ্কগুলো ট্রেড ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে জানতে চায় যে তারা নতুন প্রমোটর (শ্রী চন্ডক)-এর সাথে টাটা কনসালটেন্টস-র স্কীম মতো শ্রমিক কমানোর প্রস্তাবসহ কোনো চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন কিনা। প্রতিনিধিরা বলেন যে দু'-একটি বিষয় ছাড়া বাকীগুলোতে সমঝোতা হতে চলেছে। তবে শ্রী চন্ডক ব্যাঙ্কগুলোর কাছ থেকে টাকা জোগাড় করতে পারলে তবেই তাঁরা চুক্তিতে স্বাক্ষর করবেন।

ইস্কা

(দুই পাতার পর)

পুঁজি বৃদ্ধি ঘটে। □ একটি সিস্টার প্র্যান্ট বসানো হবে এবং বর্তমান অন্যান্য প্র্যান্টগুলির মেরামতি ও আধুনিকীকরণ হবে। □ ইস্পাত উৎপাদন ক্ষমতাকে বাড়িয়ে ১৫ লক্ষ টনে নেওয়া হবে।

ইস্পাতমন্ডক ওপরের এই দুটি প্রস্তাবের কোনোটাই বিবেচনা না করে বি আই এফ আরে পাঠিয়েছে।

১৬ ও ১৭ জুন ইস্কাইর কর্মরত শ্রমিকদের কেন্দ্রীয় সংগঠনগুলি একটি জাতীয় স্তরের কনভেনশন করে। সেখানে বেসরকারিকরণের বিরোধিতা করা হয় এবং সেইলের অধীনেই আধুনিকীকরণের পক্ষে সিংহাস্ত হয়। কনভেনশনে সেইলের প্রাক্তন চেয়ারম্যান ডি রুক্ষমতি তাঁর মতামত একটি চিঠিতে স্পষ্ট জানিয়েছেন।

বিশ্বব্যাঙ্ক ও পশ্চিমবঙ্গ

(চার পাতার পর)

সামর্থ্য নিয়ে উপস্থিত হতে চাইছে তা হল—

১। রাস্তাঘাট পুনর্নির্মাণ ও নতুন হাইওয়ে তৈরি করা। একটি হাইওয়ের নির্মাণের কাজ ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে যা তিন বছরের মধ্যে শেষ হবে। প্রায় ৫০০ কোটি টাকা এই ব্যবস খরচ হবে বলে ধরা হচ্ছে।

২। গ্রামীণ উন্নয়নের নানান প্রকল্প, যোজনা পর্বদ এবং বিশ্বব্যাংক ইতিমধ্যেই সারা ভারতের ১০টি জেলাকে চিহ্নিত করেছে যাকে যাকে দেশের মধ্যে সবচেয়ে বেশী অভাবগ্রস্ত অঞ্চল বলে তারা মনে করছে। এখানে যেসব ক্ষেত্রে প্রকল্প নেওয়া হবে তা হল, প্রাথমিক শিক্ষা, স্বাস্থ্য সচেতনতা, পরিবার নিয়ন্ত্রণ, কর্মসংস্থান তৈরি করা ইত্যাদি। এই ১০টি জেলার মধ্যে প্রথমই যে চারটি রাজ্যকে বেছে নেওয়া হয়েছে তারা হল রাজস্থান, অন্ধপ্রদেশ, উত্তর প্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ। বিশ্বব্যাংকের (আই বি আর ডি) চার বছরের জন্য এই আর্থিক সহায়তা কর্মসূচী চালাবে। সম্ভাব্য অর্থ দেওয়া হবে ৫০ থেকে ৭০ কোটি ডলার।

৩। কলকাতা বন্দরে সুযোগ সুবিধা বাড়ানোর উদ্দেশ্যে ভূতল পরিবহন মন্ত্রকের সাথে বিশ্বব্যাংকের যৌথ উদ্যোগে অর্থ পাওয়া নিয়ে আলোচনা চলছে।

৪। বর্তমানে বিশ্বব্যাংক ও অন্যান্য আন্তর্জাতিক

* সেইলের সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হওয়া উচিত ইস্কাইর আধুনিকীকরণ। * শ্রমিককর্মচারির কর্মক্ষমতা, ইস্কাইর ভৌগোলিক অবস্থান এবং নিজস্ব সম্পদের হিসাবে এই কোম্পানী দেশের অন্য সব ইস্পাত-কারখানার তুলনায় অনেক সুবিধাজনক অবস্থায়। * অতীতে ইস্কাইর আধুনিকীকরণের যে কোনো প্রচেষ্টা কার্যমীমাংসার বাস্তবায়ন করেছে। * ২০ বছর ধরে একে পূর্ণ অধীনস্থ রেখে আজ দায়িত্ব অশ্বীকার করে সেইল বা সরকার একে বি আই এফ আরে পাঠিয়েছে, এটা লজ্জার বিষয়। * ইস্কাইর গৌরবোজ্জ্বল অতীত রয়েছে ভারতের ইস্পাত শিল্পে। এমনকি জাপানী ইস্পাত শিল্পের শুরুর দিই হয়েছে ইস্কাইর থেকে।

রুক্ষমতীর চিঠির একটি মন্তব্য আজ ইস্কাইর শ্রমিক-কর্মচারীদের মনোভাবের সম্ভবত সঠিক পরিচায়ক। তারা “সঠিক ভাবেই মনে করতে পারেন যে সরকার এবং সেইল তাদের সঙ্গে প্রতারণা করেছে”।

সংস্থার এই রাজ্যে বিশেষভাবে ১১টি প্রকল্পে চালু আছে যাতে ৯ হাজার ৫০০ কোটি টাকা খরচ ইতিমধ্যেই হয়েছে এবং আগামী ১৯৯৮ সালের মধ্যে আরও প্রস্তাবিত ১,১১৬ কোটি টাকা খরচ করতে হবে।

৫। তালিকায় বলা বিশ্বব্যাংকের প্রকল্পের বাইরে, জাপান সরকারের আর্থিক ঋণ নিয়ে যে সব প্রকল্প হচ্ছে তা হল—তিস্তা থার্মাল পাওয়ার (ফেজ-১ / ফেজ-২) বরেন্দ্রের তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র, কোলাঘাট তাপ বিদ্যুৎ কেন্দ্র।

৬। এ ছাড়া অন্যান্য প্রকল্পগুলি হল—সুন্দরবন উন্নয়ন প্রকল্প (আই এফ এ ডি), পশ্চিমবঙ্গ বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও পুনর্বাসন প্রকল্প (ই ই সি), কলকাতা বাস্তব উন্নয়ন প্রকল্প (ইউ কে), মৎস্য চাষ (ডেনমার্ক)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় এই ধরনের অর্থ ঋণদানকারী একটি নতুন সংস্থা বিশ্বে তৈরী হয়েছে যার নাম ‘গ্লোবাল এনভায়রনমেন্ট ফোর্সিলিটি’ (জি ই এফ)। মূলত দূষণ বন্ধ, ব্যায় প্রকল্প, বনসৃজন, অপ্রচলিত শক্তি উৎস ইত্যাদিতে তাদের উৎসাহ দেখা যাচ্ছে।

কলকাতার জঞ্জাল পরিশোধন, কলকাতার জলাভূমি এইসব ক্ষেত্রে ঋণ বিতে ইচ্ছুক এই সংস্থাটি পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করে উৎসাহ দেখাচ্ছে। এখানে কোন কোন ক্ষেত্রে কি ধরনের প্রকল্প নেওয়া যেতে পারে তা নিয়ে বেশ কিছু নন-গভর্নমেন্টাল অর্গানাইজেশন-এর সঙ্গে তারা কথা বলছে।

উদাসীন পশ্চিমবঙ্গ সরকার

(তিন পাতার পর)

রয়েছে মহারাষ্ট্র, তামিলনাড়ু, কেরালা এবং উত্তর প্রদেশ। আমাদের পশ্চিমবঙ্গ থেকেই বেসরকারী জুট শিল্পপতিদের সংস্থা (আই জে এম এ) দশজন শিল্পপতিকে নিয়ে গঠিত এক সমীক্ষা দল পাঠার কোয়েম্বাটুরে। তাদের সমীক্ষা রিপোর্ট ও এই কার্যসূচীর অগ্রগতির ব্যাপারে অত্যন্ত সন্তোষজনক। মাদ্রাজে তো এই কার্যসূচীর অঙ্গ হিসাবে বিপুল উদ্দীপনা সহকারে এক জুট ফেস্টিভ্যাল অনুষ্ঠিত হল সম্প্রতি।

প্রথমেই আসা যাক মহারাষ্ট্রের কথা। সেখানে পাটের সঙ্গে তুলে ও রুট্রিম তন্তুর সংমিশ্রণে এক নতুন ধরনের টেক্সটাইল উদ্ভাবনার দায়িত্ব প্রথম পাল (১) বি এম ঠকর এ্যান্ড কোঃ (বোম্বাই) ও (২) অরবিন্দ ল্যামিনেশন প্রাঃ লিঃ (নাগপুর)। এই প্রচেষ্টা এতদূর সফল হয় যে, টেক্সটাইলের বিখ্যাত শিল্প গোষ্ঠী রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রীজ্ লিঃ (টেক্সটাইল ডিভিশন) এই সংমিশ্রণ-তন্তুর চাহিদা জানিয়ে বিজ্ঞাপন দিতে শুরু করেছে। পাটের এই সংমিশ্রণ তন্তুর ব্যবহারের বিশাল ক্ষেত্র হল—তাতে বোনার উপযোগী সূতো। তা থেকে তৈরী হবে শৌখীন জামাকাপড় তো বটেই, ঘর সাজাবার জন্য প্রয়োজনীয় যাবতীয় কাপড় যেমন—পর্দা, কাপেট নানা ধরনের ব্যাগ ইত্যাদি। যদিও প্রাথমিকভাবে উপরোক্ত দুটি কোম্পানীকেই এই পরীক্ষামূলক কাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়, পরবর্তীকালে আরো চারটি সংস্থা এই কাজ শুরু করে দিয়েছে।

চট্টজাত এই নতুন তন্তুর বাজার বাড়ানোর উদ্যোগ

ভারত সরকারের বন্দ মন্ত্রকের সরাসরি আর্থিক সহায়তায় এই নতুন তন্তু বোনা হচ্ছে সাধারণ তাঁতে এবং এই তন্তু বোনবার উপযোগী বিশেষ ধরনের তাঁতে। তামিলনাড়ু এবং কেরালায় এই কর্মসূচী বিশেষভাবে রূপায়িত হচ্ছে ছোট ছোট উদ্যোগে, গ্রামের কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের সক্রিয়ভাবে অংশ গ্রহণের মধ্যে দিয়ে। এছাড়া

● তামিলনাড়ুতে হ্যান্ডলুম ও পাওয়ারলুম সোসাইটি শতকরা ১০০ ভাগ চটের সূতো কাজে লাগানো শুরু করেছে। এই কাজের প্রচারের উদ্দেশ্যে সেমিনার, প্রদর্শনী ইত্যাদির আয়োজন করা হয়েছে। এছাড়াও এ সংক্রান্ত নানা ধরনের পুস্তিকা ইংরাজী, হিন্দী এবং স্থানীয় ভাষাতে প্রকাশ করা হচ্ছে।

● চটের সূতো তৈরী করবার জন্য ছোট ছোট উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।

● হ্যান্ডলুম-পাওয়ারলুম সোসাইটিকে নিরমিত কাঁচাপাট যোগান দেবার জন্য একটি সমন্বয়কারী পর্ষদ গঠিত হয়েছে। এই পর্ষদ একই সঙ্গে বিভিন্ন অর্থলগ্নী সংস্থার সঙ্গে যোগাযোগ করে সোসাইটির জন্য অর্থ-সংস্থানের ব্যবস্থাও করছে।

● সভ্য ব্যবহারকারীদের সুবিধার্থে একটি তথ্য ব্যাংক (ডেটা ব্যাংক) গড়ে তোলা হয়েছে।

এবার আসা যাক উত্তর প্রদেশের কথা। সাধারণ ভাবে আমাদের মতে 'পিছল' থাকা রাজ্য হল উত্তরপ্রদেশ। চর্টশপের বিকেন্দ্রীকরণের এই নতুন কার্যসূচীর আওতায় সেখানেও শুরু হয়ে গেছে এক বিপুল কর্মযজ্ঞ। এই কার্যসূচীতে অংশ গ্রহণের ফলে পূরনো বড় বড় জুটমিলগুলোতে তো বটেই, এমনকি ক্ষুদ্র শিল্প উদ্যোগ এবং হস্তশিল্পেরও বিপুল কর্মসংস্থানের সুযোগ বেড়েছে।

একটি সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে যে, ১৯৯১-৯২ আর্থিক বছরে সারাভারতে অতিরিক্ত মোট ৩০ লক্ষ শ্রম দিবস সৃষ্টি হয়েছে শুধুমাত্র বিকেন্দ্রীভূত চটের উদ্যোগগুলিতে। এই নতুন উদ্যোগের ফলে বিকেন্দ্রীকরণ অর্থ চর্চাশপ কোটি টাকার ও বেশী, যার শতকরা ৮০ ভাগই এসেছে রপ্তানী থেকে। এর সিংহভাগই এসেছে উত্তরপ্রদেশ থেকে—সেখানকার স্থানীয় কারিগর এবং হস্তশিল্পীদের এই উদ্যোগে সক্রিয় অংশ গ্রহণের ফলে। এখানে উল্লেখ করা যেতে (এরপর আট পাতায়)

উদাসী স সরকার

(সাত পাতার পর)

পায়ে যে, উত্তর প্রদেশের বড় দুটি জুটমিলের একটি বর্তমানে বন্ধ (জে কে জুট মিল্‌স, কানপুর) এবং অপরটি রুম (মহাবীর জুটমিল্‌স, গোরখপুর)।

উত্তরপ্রদেশে পাটচাষের অবস্থা

কাঁচাপাটের নিয়মিত যোগানের জন্য উত্তর প্রদেশে পাট চাষের ওপর পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয়েছে। ১৯৮৩-৮৪ সালে পাটচাষের মোট জমির পরিমাণ ছিল ৬,০৫৬ হেক্টর; '৯০-৯১ সাল নাগাদ তা কমে দাঁড়িয়েছে মাত্র ৩৭৬ হেক্টরে। মনে রাখতে হবে তা সত্ত্বেও এই উত্তরপ্রদেশেই এন জে ডি পি-র নতুন কার্যসূচী বিপুল সাফল্য লাভ করেছে। পাটচাষের জমি কমে যাওয়ার আসল কারণ হল খাদ্যশস্য ও তৈলবীজের চাহিদা বৃদ্ধি, যেখানে লাভের পরিমাণ অনেক বেশী। এন জে ডি পি-র কার্যসূচীর আওতায় নতুন নতুন পাটচাষের জমি খুঁজে বার করা হচ্ছে এবং খাদ্যশস্য ও তৈলবীজ চাষ অধিকতর লাভজনক হওয়া সত্ত্বেও চাষীদের পাট বুনতে উৎসাহিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এই অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত দুঃখজনক যে পশ্চিম-বঙ্গে পাটচাষের জমির পরিমাণ নির্দিষ্ট আর জুটমিলের সংখ্যাও সারা ভারতের মধ্যে সবচেয়ে বেশী হওয়া সত্ত্বেও, পশ্চিমবঙ্গ সরকার সবরকমে লাভজনক এই এন জে ডি পি-র উদ্যোগে সামিল হতে সম্পূর্ণ উদাসীন। যে সময়ে পশ্চিমবঙ্গে অভ্যুত্থান 'সংকটের' ফলে একের পর এক জুটমিল বন্ধ হচ্ছে, লক্ষ লক্ষ মানুষ জীবন-জীবিকা হারাচ্ছেন, ঠিক সেই সময়ে অন্যান্য তথাকথিত পিছিয়ে থাকা রাজ্যগুলোর একটিতেই কেবলমাত্র চট্টিশশেপি অতিরিক্ত ৩০ লক্ষ প্রমিদিবস তৈরী হয়েছে এক-বছরে। আমাদের 'প্রগতিশীল' সরকারের মতে যারা

শ্রমিক-বিরোধী সরকার দেখা যাচ্ছে কম সংস্থানের ক্ষেত্রে তারাই অনেক এগিয়ে। এই ঘটনার জন্য আমাদের 'শ্রমিক-দরদারী' এবং 'শিল্পায়নে আগ্রহী' সরকারকে কেন্দ্রীয় চক্রান্তের দোহাই দেবার আগে মনে রাখতে হবে যে, পাট উৎপাদন এবং চট্টিশশেপি চিরকাল এগিয়ে থাকা পশ্চিম-বঙ্গকেই কিন্তু সবার আগে এই উদ্যোগে সামিল করার চেষ্টা হয়েছিল।

আগামী সংখ্যা থেকে ধারাবাহিক বিশেষ প্রবন্ধ—
এরাজ্যের শিল্প পরিকাঠামো, সমস্যা—সম্ভাবনা প্রসঙ্গে প্রকাশিত হবে।

কোবটা সত্যি।

স্ট্যান্ডার্ড-ওপেক ১০ লাখ টাকার দেনা সহ চন্দক অ্যান্ড সন্সকে বিক্রি করা হয়েছে বলে আম্বালাল সারাভাই গ্রুপ সমঝোতা পত্রে (MOU) বলেছে। এম আর টি পিতে বলেছে, শ্রুত স্ট্যান্ডার্ডকে বিক্রি করা হয়েছে ১০ লাখ টাকায়। ২৫-৫-৯৪তে প্রদত্ত '৯০-৯১ সালের বার্ষিক রিপোর্টে' বলা হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড বিক্রি করে সারাভাই গ্রুপের লাভ হয়েছে ২ কোটি ৮৩ লাখ ২২ হাজার টাকা। অন্যদিকে, স্ট্যান্ডার্ড চালাতে লোকসান হওয়াছিল ২ কোটি ৩০ লাখ ৫৯ হাজার টাকা। অর্থাৎ বার্ষিক রিপোর্টে অনুযায়ী লাভ হয়েছে স্ট্যান্ডার্ড বেচে ৪৯ লাখ ৬৩ হাজার টাকা। ১০ লাখে বিক্রি করে ৪৯ লাখ টাকা লাভ! সত্যি কোনটা?

নাগরিক মণ্ডলের পক্ষে বিভাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ১৩৪ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্র রোড, কলকাতা-৮৫
(ফোন-০৫০ ৮৪১২) হইতে প্রকাশিত, প্রিন্টিং পার্বলিসিটি ১১৭ কেশব সেন স্ট্রীট কল-৯ হইতে মুদ্রিত।